ভক্তি-সঙ্গীত।



শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

কলিকাতা,
৫০ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট "সাহিত্য যন্ত্রে"
শ্রীতারাদাস ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।



১৩০৬ সাল।

উপহার।

শ্রীমান সুবোধচন্দ্র মল্লিক,

প্রীতিনিলয়েষু-

বৎস,

যে আমার জীবনস্বরূপ ছিল, যাকে হারাইবার পরও কেবল তোদের মুখ চাহিয়াই আজও সংসারে আছি; যাহারা শোকে অধীর হইয়া আমার এই উন্মত্ত আক্ষেপ গানের আকার ধারণ করিয়াছে, তুই আবার তাহারি জীবনস্বরূপ;—আমার বড় যত্নের ধন—বড় আদরের সামগ্রী; তাই তোকেই এ গানগুলি দিলাম।

আশীর্ব্বাদ করি, যেন দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে তারই মত অক্ষয় গুণ সম্পন্ন হ'য়ে জীবন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভের মত আমার হৃদয়ে ও যাহারা তার ভক্তির, ভালবাসার ও স্নেহের পাত্র ছিল, তাহ'দের মনে তার স্মৃতি চির-জাগরূক রাখতে সমর্থ হ'স।

আশীর্ব্বাদিকা—

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাসী।

প্রকাশকের মন্তব্য।

ভক্তিসঙ্গীত প্রকাশিত হইল। শোকের আতিশয্যে, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অতিশিক্ষিতের বিলাপ-উক্তিতেও, কল্পনার স্বতঃপ্রবহমান উচ্ছ্বাস কিরূপ সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশপ্রাপ্ত হয় ও ভক্ত-হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম কিরূপ বদ্ধমূল বিশ্বাসের আকার ধারণ করে, বর্ত্তমান রচনাগুলিতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

রচয়িত্রী একজন বর্ষীয়সী সম্ভ্রান্ত হিন্দু-বিধবা; বর্ত্তমান সমাজ যাকে শিক্ষা বলেন, সেরূপ শিক্ষা তাঁহার হয় নাই; এজন্য তিনি আজ কালকার হিসাবে অশিক্ষিতা হইতেও পারেন, কিন্তু যথার্থ শিক্ষিত হইতে গেলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ হৃদয়ের মহত্ত্ব, নিঃস্বার্থ প্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা, জীবে করুণা, বিপদে অবিচলিতচিত্ততা, সম্পদে ঔদাস্য প্রভৃতি যে সকল গুণে মানুষ দেবতা হয়, তিনি যে সে সকল গুণেরই অধিকারিণী, তাহা এই গানগুলি পড়িলে বিলক্ষণ উপলব্ধ হয়।

পুত্রের স্বাস্থ্যলাভের আশায় ও শিব-প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে ১২৯৪ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ৺কাশীধামে যাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পুত্রের রোগ বৃদ্ধি পায় ও ৩রা আশ্বিন মঙ্গলবার প্রাতে তিনি লোকান্তরিত হ'ন। এই শোকাবহ ঘটনায় রচয়িত্রী একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন; এ গানগুলি সেই সময়ের

খেদোক্তি। রচয়িত্রী এগুলিকে তাঁহার প্রলাপউক্তি বলিয়া মনে করেন; কিন্তু ইহাতে ভাবের গভীরতা ও বিশ্বাসী ভক্ত-হৃদয়ের প্রেমপ্রবণতা আছে দেখিয়া, আমরা সময়ে সময়ে ইহাদিগকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম—একণে মুদ্রিত করিলাম। এখানে সেখানে 'ত্ব' একটী কথা বসান ভিন্ন মুদ্রাঙ্কণকালে কিছুই পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, উক্তির সময় যেরূপ লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল, সেই রূপই আছে; এজন্য গানগুলির স্থলে স্থলে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। এ গ্রন্থ এরূপভাবে প্রকাশ করিতে রচয়িত্রীর তত ইচ্ছা ছিল না, তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমরাই ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম; ইতি।

১২, ওয়েলিংটন স্কোয়ার }
১লা আশ্বিন, ১২৯৯ সাল। }

প্রকাশক।

স্তোত্র।



'এস দিব তোমায় শ্যামা, প্রেম-জবাফুলের মালা।'
কালী-রূপে কাল-জায়া, তাই গো রসনা লোলা।
অজ্ঞতায় বধেছ ভীমা,
এই ত মায়ের ধাঁধা গো মা,
নিষ্ঠুরতা বধি' সতী পরিয়াছ মুণ্ডমালা।
স্বীয় শিব পদে দলি,
শিখাও স্বার্থে জলাঞ্জলি;
কপালিনী-রূপে কালী পূর্ণ কর কালের খেলা।
ত্রিলোক ত্রিনেত্রে ভরি,
মোহনাশা দিগম্বরী,
শিব-সতী-শুভঙ্করী বরাভয়-প্রদা বালা।"



ভক্তি-সঙ্গীত।



১

আর কি কালের ভয় রেখেছি?
কাল-ভয়হারিণী কালী,
সেই চরণে মন সঁপেছি।
কালের ভয়ে ভীত হ'য়ে,
কালীর শরণ নিয়েছি।
তুই কি ভয় দেখাস্ রে শমন,
ভয়ের ভয়কে জয় করেছি।
কালী নামের ডঙ্কা মেরে ভব-পথে চলিয়াছি,
ভবপারের কাণ্ডারী হরি, তাঁর চরণ-তরী লভিয়াছি।

২

এমন দুঃসাধ্য আশা কেন আমার হয় রে মনে।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত-পদ পাব্ আমি কোন্ গুণে !
তোমায় যে পেয়েছে তারা আপনার নিজ গুণে।
জিতা-সনে বদ্ধা-সনে,
তোমায় পায় মা প্রাণায়ামে,—
ন্যাস, ধ্যান, যোগ, জ্ঞানে, মন্ত্র, তন্ত্র, যন্ত্র-যানে ;
মন্দির স্থাপন ক'রে সেবা ক'রে কায়মনে।
আমি দীনা ভক্তি-হীনা, কি দিব তব চরণে,
লোক-দেখান, ব্রহ্মময়ি, পূজিতে বসি আসনে।

৩

মনের গুণে ওমা তারা কর্ম্মবৃক্ষের ফল ফলেচে !
চেয়ে দেখ ওমা তারা আবার কুঁড়ি ধরেচে।
রজগুণের রঁসে ফলটি পরিপক্ক হইয়াছে।

তম গুণের জালে বেঁধে,
ঠিক্ ক'রে তায় মন রেখেছে।
কিসে মূল শুখাবে তারা কে বল্‌বে মা আমার কাছে।
রক্তবীজের ঝাড়ের মত মরে মরে আবার বাঁচে।

৪

আর বাসনা নাই মা চিতে!
বাসনা পুড়িয়েছি তারা, অন্নপূর্ণার কোপাগ্নিতে;
সাক্ষী আছেন বিশ্বনাথ তার, সুরধুনী পুলিনেতে!
বাসনার প্রলোভনে নিয়তিরে ফিরাইতে
গিয়াছিলাম মোহে ভুলে, শাস্তি দেছ হাতে হাতে!
যে কর্ম্ম করেছ তারা তুমি তাই সয়েছি হৃদে,—
অন্য কেহ হ'লে গো মা, নাম নিতাম না এ জন্মেতে।
—আবার তোমায় ডাকি তারা গুরু রুষ্ট হন পাছেতে।

৫

জান্‌তে মনে অভিলাষী ;—
মা আমার কি পাপে আঁধার হ'ল
আনন্দ-কানন কাশী !
দুর্গা ব'লে যাত্রা ক'রে
গিয়াছিলাম বারাণসী,
দুর্গা নামের ফল ফলিল,
কাশী হ'ল গলার ফাঁসী।
আমায় অর্দ্ধ ফাঁসে রাখ্‌লি দিয়ে,
কেন গো মা উমাশশি !
পুরো ফাঁস দিলিনি তারা,
শৈল-সুতা সর্ব্বনাশী !

৬

চাই না আমি অন্য জনে।
মন থাকে যেন ঐ চরণে!
রামপ্রসাদ গেছে ত'রে,
তারা তোমার নাম গানে।
প্রসাদকে তরালি মা গো,
ভক্তি-মাখা নাম শুনে,
আমি ভক্তি-হীনা ব্রহ্মময়ি,
ডাক্‌লে কি মা শুন্‌বি কানে!

৭

আর আমি ডাক্‌ব না তোরে,
তোর ক্ষমতা,—ওগো মাতা,
জানা আছে পূর্ব্বাপরে।
মনের গুণে কর্ম্ম হয় মা,—

কর্ম্মে দেহ ধারণ করে,
কর্ম্মের শরণ নিয়ে তবে,
কর্ম্ম করব শরীর ধ'রে।

৮

মন রে আজও তোমার ভ্রম গেল না!
তুমি "আমার" "আমার" আর ক'র না।
আপনার পথ আপনি কর,
কেউ রে তোমায় ব'লে দেবে না।
যাদের জন্যে ভেবে মর,
তারা তোমায় কেউ চাবে না।
জেনে শুনে হ'লে কানা,
পথে কাঁটা আর দিও না।
একলা তোমায় যেতে হ'বে
কেউ রে তোমার সঙ্গী হ'বে না।

অহং বুদ্ধি ত্যাগ কর,
ঘুচে যাবে সব যাতনা।

৯

জীবের উপায় ব্রহ্মময়ি বল মা আমায় কৃপা ক'রে।
কর্ম্মভোগী হ'লে জীব, মা, ডাক্‌বে তোমায় কেমন ক'রে
আশাপাশে বন্দী ক'রে,
কর্ম্মসূত্রে টান্‌ছে মোরে,
কাটিস্‌ যদি নামের জোরে,
তবেই ত মা, জান্‌ব তোরে।

১০

পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র কর তাঁর উপাসনা।
রাম নামে ভয় পালিয়ে যায় যে;
মন তুমি কি তাও জান না।

কর রামের সাধনা,
কর তাঁরি আরাধনা,
ভয় পেয়ে ভয় পালিয়ে যাবে,
একত্রেতে আর রবে না!

১১

মহা মোহে অন্ধ হ'য়ে আত্ম-তত্ত্ব ভুলিয়াছি।
অন্ধ হ'য়ে দীনবন্ধু দিশেহারা হ'য়ে আছি।
অন্ধের সঙ্গে সঙ্গী হ'য়ে,
সংসার-কূপে প'ড়ে আছি,
কূপে প'ড়ে ত্রাসিত হ'য়ে,
হাবু ডুবু খাইতেছি।
এখন যা কর হে পতিতপাবন,
একান্তে শরণ লয়েছি।

১২

কালের প্রতীক্ষায় কালি, প্রস্তুত হয়ে ব'সে আছি।
দিবানিশি সঙ্গে কাল, মা, কালের বশে বেড়াইতেছি।
তুমি কালের ভয়হারিণী,
তোমায় ভুলে রহিয়াছি!
কাল আস্‌বে কাল ব'লে কালি,
কাল ভেবে কাল কাটাতেছি!

১৩

আত্মার উন্নতি প্রভু, হ'ল না ত, এ জীবনে।
আত্মা-মৃত হ'য়ে বল, কি ফল দেহধারণে।
জীবন ধারণ করিতেছি, প্রারব্ধ ভোগের কারণে,
মধুভাণ্ডে পিপীলিকার মত জর-জর প্রাণে ;
জল, প্রস্তর, মাটী, হ'য়ে থাকা ভাল এ ভুবনে,
মুক্ত হ'ব দীনবন্ধু, সাধুর চরণ পরশনে।

১৪

কোথা আছ মা শিবের সতী,
করি তোমায় এই মিনতি ;-
কর্ম্মভোগ মূষলাকৃতি
ক্ষয় কর মা ভগবতি,
আমি অতি মূঢ়মতি,
না জানি ভকতি স্তুতি ;
তুমি যে মা দয়াময়ী,
এ কথা গো বেদে স্মৃতি।

১৫

কর্ম্মদোষে, ব্রহ্মময়ি, তত্ত্বজ্ঞান ত লাভ হ'ল না।
মনের বশে ও মা তারা কিছু কত্তে পারিলাম না।
আর কিছু মা নাই বাসনা,
এই ভিক্ষা শবাসনা,

শেষ দিনেতে ব্রহ্মময়ি,
স্থূলে যেন ভুল ক'র না।

১৬

কোথা আছ মা ঈশানি,
পাষাণের মেয়ে ব'লে, হ'ও না মা, পাষাণী!
আমি ভক্তি-হীনা ব'লে,
এত শাস্তি আমায় দিলে,
এখন ভক্তি যাতে মিলে মা গো
তার উপায় কর দাক্ষায়ণী।

১৭

মন হ'য়েছে মত্ত-করী অহঙ্কারের অহং-জ্ঞানে।
ছ'জনেতে ঐক্য হ'য়ে ফিরিতেছে নানাভাণে।

বল্লে কথা শোনে না মা,
বেড়ায় কেবল কু-সন্ধানে;
একবার দেখা দাও মা,
করি করী আরোহণে।
করী দেখে ভয়ে অরি
লুকায়ে থাক্ নিজ স্থানে।

১৮

তুমি যে বিমাতা, মাতা, জান্‌লেম এত দিনের পরে;
বড় মনে ভরসা ছিল স্থান দেবে মা ব্রহ্মানলে!
তাড়িয়ে দিলে ও মা তারা
পিতার সঙ্গে যুক্তি ক'রে,
পিতা তোমার বশ হ'য়েছেন
খ্যাতি রইল চরাচরে।
মনে করি 'ব্রহ্মময়ি
আর আমি ডাক্‌ব না তোরে;

পিতাকে ডাকিলে পরে
তিনি ত দেখেন না ফিরে,
তাই মা আবার ডাকি তোরে
শেষের সে দিন মনে ক'রে।
জননী যেমন প্রহার করে,
বালকের করে ধ'রে,
ভয়ে ভীত হ'য়ে বালক
রোদন করে উচ্চৈঃস্বরে ;—
বলে, মা গো আমায় কর কোলে—
চক্ষে অশ্রুধারা ঝরে ;
তেমনি ধারা, ও মা তারা,
কালের ভয়ে ডাকি তোরে ;
তুই যে কালের সীমন্তিনী—
আমায় রক্ষে কর মা, বক্ষে ক'রে !

১৯

প্রতিজ্ঞা করেছি মনে যাব ভক্তির অন্বেষণে।
ভক্তি বিনে এত শাস্তি আপনি দেখ্‌লি মা নয়নে।
আমি সহায়-সামর্থ্য-হীন মা
তারা ভক্তি মিল্‌বে কোন্ গুণে।
বিনা মূল্যে, ভক্তি মেলে
সে মহাজন কোন্ দোকানে।

২০

তাড়িয়ে দেছ মা আমারে, তা আমি জেনেছি মনে।
কিন্তু ব্রহ্মময়ি কাশী রয়েছে গো মোর নয়নে।
কিছু বুঝিতে পারিনে তারা,
বেড়াই কিসের অন্বেষণে !
বারণ কর তোমার ভৃত্যগণে,
যেন যেতে না দেয় কাশীর পানে,

অপবিত্র হবে কাশী
এ পাপীর পরশনে;
যা আছে প্রারব্ধে তারা
তাই হবে গো এই খানে!

২১

কোথা আছ দীনবন্ধু আমাকে দিও না ফাঁকি।
উদ্‌যোগের সহায়তায় মনে করি তোমায় ডাকি।
কর্ম্মভোগে যোগাড় দিয়ে
কল্লে সংসার-পিঞ্জরের পাখী;—
বল কেমন ক'রে ডাকি।
ভাব্‌চি মনে নিশি দিনে
হরে-রাম ব'ল্‌ব নাকি;
পুরুষকার সে কোথায় লাগে
তুমি যে দিয়েছ-ফাঁকি!

———

তাই বলি হে শ্রীরামচন্দ্র
দৈবেরি ত বল দেখি।
কে আছ হে এমন সহায়
করবে আমায় পড়াপাখী,
দয়া ক'রে দীনবন্ধু আমাকে পড়াবেন না কি।

২২

যা' আছে কর্ম্মান্তে আমার কে করবে বল খণ্ডন।
উদ্‌যোগিত আছে মন করতেতোনার উপাসনা।
(মনের ত দোষ দিব না)
পুরুষকার সে কোথায় লাগে দৈবে কল্লে বিড়ম্বনা।
সৎ-শাস্ত্র সাধু-সঙ্গ এ জীবনে ত হ'ল না।
পূর্ব্ব সংস্কারের দোষে মনের গ্রন্থি খুলিল না।

———

২৩

তোমার মতন পাপী রে মন নাইক জগত-সংসারে।
দেখ বিবেচনা ক'রে, তাড়িয়ে দেছেন মা তোমারে।
কাশী কাশী ক'রে রে মন,
লাভে মূলে সব হারালে,
তোমার এ কূল ও কূল দু'কূল গেল,
পড়্‌লে তুমি অগাধ জলে।
হাবু ডুবু খাচ্চ রে মন,
কে তোমায় আর তুল্‌বে কূলে,
কায়মনোবাক্যে শরণ
লও রে গুরুর চরণমূলে;
যদি দয়া ক'রে গুরুদেব
দেন রে তোমায় কূলে তুলে।

২৪

মন তুমি কি ভাবছ ব'সে!
তুমি ত গিয়েছ ভেসে,
তোমার উপায় কি বল না শেষে ;
মনে মনে অভিলাষী হবে তুমি কাশীবাসী ;
কাশী ফাঁসী হ'ল তোমার কপালের দোষে!
তুমি ভক্তিহীন ব'লে,
পুত্র তোমায় গেল ফেলে,
তাই তোমায় লেগেছে দিশে।
তুমি ভক্তির অন্বেষণ,
কর ত্বরায় ওরে মন,
শ্রীগুরুর চরণোদ্দেশে।
তিনি সহস্রদল মহাপদ্মে,
মুক্তির সহিত মায়ায় ব'সে
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম-তরণীতে,
পার হ'য়ে যাবে অনায়াসে।

তুমি ঢেউ দেখে ভয় পাচ্চ কিসে,
গুরুবীজের পাল তুলে দাও.
তরী যাবে সুবাতাসে ;
যিনি জগত-গুরু কল্পতরু,
দয়া-কর্‌বেন তোমায় এসে।
তুমি পুত্রহত্যাকারী,
সদা কদাচারী,
তোমার সুখ লোক দেখ্‌বে কিসে ?
তুমি ফিরে এলে কোন সাহসে।
মন তুমি কি ভাবছ ব'সে।

২৫

এই নিবেদন চরণেতে ;—
'মা' হ'য়ে গো ব্রহ্মময়ি,
আর যেন না হয় আসিতে।

'মা' হওয়ার সুখ যত
জানালি মা ভাল মতে।
মুক্তি-পথের পথিক নই মা,
সে আশা ত নাইক চিতে,
আমি শিলা হ'য়ে, ওমা তারা,
থাকব তোমার ধরণীতে;
যেন মিশে যাই সেই সময়ে,
প্রলয়ের পয়োধিতে।

২৬

কেউ কার নয় ব্রহ্মময়ি,
তা আমি জেনেছি অন্তরে।
মন যে নয় মা মনের মত,
কুচক্রেতে বেড়ায় ঘুরে

রজোগুণে ধরে মা,
তমোগুণে বদ্ধ করে।
সত্ত্বগুণের তত্ত্ব তারা,
একেবারে গেল ভুলে,
কিসে মুক্ত হব মাগো,
সত্ত্বতত্ত্ব না পেলে পরে।

২৭

তাই ভাবি গো মনে।
মুক্তির আশা নাই যে মাতা,
ব্রহ্ম-জ্ঞানালোক বিনে ;
অহং ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী,
এ কথা কি হয় গো মনে ;
তুমি মাতা আমি দাসী,
এই ত মা জানি জ্ঞানে ;

হাজির আছি ব্রহ্মময়ি,
এখন যা কর তোমার বিধানে।

২৮

তরঙ্গিণী নাম ধর,
অধম তারণ করতে পার।
তাই ডাকি মা সুরধুনি
শেষ দিনেতে ত্রাণ ক'রো।
তুমি মা পতিতপাবনি,
বলেন সেই শূলপাণি।
তুমি করতে কি না পার,
ব্রহ্মশাপে মুক্ত কর;
তোমায় শিরে ধ'রে হর,
নাম হ'য়েছে গঙ্গাধর।

তাই ডাকি মোক্ষদায়িনী
কৃষ্ণভাবিনীকে ত্রাণ কর।

২৯

ভজন সাধন না জানি,
কোথা আছ হে চিন্তামণি ;
পারে যেতে পারে হরি,
যে হয় তত্ত্বজ্ঞানী।
আমি সগুণ নির্গুণ না জানি ;
তুমি হে পতিতপাবন,
এ কথা বেদে শুনি।
পারের ভয়ে দীনবন্ধু,
ডাকে তোমায় ভাবিনী।
তুমি ভক্তাধীন যে গো,
বলেন যত ঋষি মুনি।

আপনি কর পার
হয়ে না কি পাটনি ;
তব ভক্তের মুখে এই কথা শুনি ।
পারাপারের তরী, হরি,
ওই রাঙ্গা চরণ দু'খানি ।
কিসে পার হব ওহে,
ও চিন্তামণি ।
তব ভক্তের শরণ নিলে
দীনবন্ধু, ভাবিনী ।
ভক্তের অনুরোধে,
পার ক'র হে আপনি ।
তুমি ওহে অধম-তারণ,
এই কথাই ত মনে জানি ।

৩০

ধিক্ রে জীবন ধিক্ রে তোরে,
ধিক্ থাক তোর জীবনে ;
আত্মতত্ত্ব করিতে মন,
পার্‌লে না তো এ জনমে ।
কি ফল হ'ল জীবন
বল নর-দেহ-ধারণে ;
ঘৃণিত হ'য়ে কত কাল আর
থাক্‌বে বল এ ভুবনে ।
বাল্যকাল গেছে রে মন,
দেখ কত কৌতুকেতে ;
পিতা মাতার পালনেতে ।
যৌবন বৃদ্ধ কাল রে মন,
গেল তোমার কি কষ্টেতে ;
এখন জরাকাল উপস্থিত,
কি হবে ভাবনা চিতে ।

কাল এসে যখন ঘেরিবে তোকে,
তাই বলি ও রে মন
ডাক্ সেই কালের কালীকে,
কি হইবে সেই দিনে
কৃষ্ণভাবিনী ভাবিছে মনে ;
যদি দয়া করে ব্রহ্মময়ী
রাখেন তাঁর শ্রীচরণে।

৩১

মনের কথা নিবেদন করি হরি তব চরণে ;
তব তত্ত্ব নারায়ণ হ'লো না তো এ জীবনে
আর বাসনা নাইকো মনে,
নিবেদন তব শ্রীচরণে ;
যে নিয়মে রেখেছ প্রভু,
রক্ষা কর নামের গুণে।

জীবন অন্ত হয় যেন,
হরি! তব গুণ-গানে।
দেখা দিও দীনবন্ধু,
দেহ-অবসান-দিনে ;
তুমি ওহে অধমতারণ,
শুনিয়াছি বেদপুরাণে।

৩২

কর্ম্মক্ষেত্রে এ'সে প্রভু,
কর্ম্ম কিছু হ'ল না ;
কর্ম্ম বিনে হৃষীকেশ,
জ্ঞানের উদয় হয় না।
জ্ঞান বিনা ওহে হরি,
মুক্তি-পথের পথ মেলে না।
পূর্ব্ব-সংস্কারের দোষে,
এ জন্মেও কিছু হ'ল না।

যা' দিয়াছেন গুরুদেব,
কর্ রে মন সেই সাধনা ;
দেখি দেখি দীনবন্ধু,
কি করেন সেই ত্রিনয়না ।



৩৩

তুমি ডাক একবার মাধবে,
মন আমি বলি তোমাকে ;
তিনি নিত্যময় নিরঞ্জন,
দয়া কর্‌বেন অনাথাকে ।
তোমার মতন অনাথা মন
কে আছে বল জগতে ;
পিতা তোমায় তাড়িয়ে দেছে,
তুমি যাও একবার দেহের সংস্কার
হবে সাধুর চরণ দর্শনেতে ।
স্থান দেবেন মাতা পিতে ।

৩৪

কুল দাও কুলকুণ্ডলিনি।
অকূলেতে প'ড়ে, তারা,
হাবু ডুবু খায় ভাবিনী।
পড়েছি ভব-সাগরে,
তুমি বিনে কে উদ্ধার করে;
নর-দেহ ধারণ ক'রে
লীলা করে ছিলেন বলে,
কৃষ্ণকালীরূপে,
কূল পেয়েছেন রাধারাণী।
পাপী যাচ্চে বেণী-তীরে,
তারে দেখা দিও কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ধরে;
দেখো মা যেন পতিত না হয় ভাবিনী।

৩৫

তাড়িয়ে দেছে মা আমারে,
লজ্জাতে রয়েছি মরে;
জীবন-সত্তে মৃতপ্রায়
হ'য়ে আছি এ সংসারে।
বল মা যাব কার দ্বারে;
দয়াময় বেণীমাধব,
শুনে গেলুম বেণী-তীরে।
মায়ে অনাদর ক'ল্লে,
স্থান দেয় কি অন্য পরে।
পিতাও দেখেন না ফিরে।
তাড়িয়ে দিলেন বেণীমাধব
আমাকে গো ঘৃণা ক'রে;
তাই যাচ্ছি আবার তোমার দ্বারে।
উচিত যা হয় কর তারা,
পিতা মাতায় যুক্তি ক'রে।

৩৬

কোথা আছ বেণীমাধব,
এই নিবেদন তব চরণে;
ভক্তাধীন ভগবান
এই কথা শুনি পুরাণে।
ভক্তের অনুরোধে প্রভু,
ত্রাণ কর ভাবিনীরে;
তব ভক্তের সঙ্গ নিয়ে দেব
যেতেছি তোমার তীরে।

৩৭

ধ্যানে জ্ঞানে পায় মা তোমায়
এই কথা ত বেদে আছে;
আমি কেমন ক'রে পাব তোরে
মাগো আমার কি ধন আছে।

পুন্নাম হ'তে পেতে ত্রাণ
দিয়েছিলে পুত্রধন,
সে ধন ত তোরি কাছে,
মা গো আমার জমা আছে ;
তুমি শুধু তার সত্বভোগী,
বিশ্বনাথ এর সাক্ষী আছে ;
তবে সে রত্নের জোরে,
পাব আমি যেতে ত'রে ;
এখন ভয় শুধু মা—
তুই দিস্ ফাঁকি পাছে।

৩৮

এই নিবেদন শ্রীচরণে ;
আর বাসনা নাই মা মনে ;
শেষ দিনেতে ব্রহ্মময়ী,
আমায় মিলিয়ে দিও তাহার সনে

সেও চেষ্টা ক'রে প্রাণপণে,
মিশে যাবে আমার প্রাণে;
জান না কি আদ্যাশক্তি,
চুম্বুকেতে লোহায় টানে !



৩৯

উপায় কি গো সুরধুনী,
বল মা, আমায় কৃপা করি।
কণ্ঠাগত হ'ল প্রাণ ;—
আর যে ধৈর্য্য ধর্‌তে নারি।
ইচ্ছা করে তরঙ্গিণী,
ভেসে যাই মা তব নীরে ;
অনুমতি বিনে তারা,
বল্‌ মা যাব কেমন ক'রে।
কলিতে কলুষনাশিনী,
বলেছেন মা শূলপাণি ;

থাক তাঁর শিরোপরে,
তুমি যে মা সুরধুনী!
যেতে পারি ভগবতী,
যদি নাও মা কোলে করি।
তাড়িয়ে দেছেন ত্রিপুরারি,
আমাকে গো ঘৃণা করি;
তুমি যে মা, দয়াময়ী,
তাই ডাকি ভরসা করি।
মাতৃরূপা ওমা তারা,
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি

৪০

উপায় কি গো ব্রহ্মময়ি,
বল মা তারা সুধাই তাই;
কর্ম্ম ভোগের ভোগী হ'য়ে,
এবার বুঝি তোমায় হারাই।

কর্ম্ম ভোগের এত জোর,
তোমায় ডাকবার সময় নাই ;
যে ডাকে মা, 'মা' 'মা' ব'লে,
তাকে তুমি দাও সাজাই।
কটু বাক্য প্রয়োগ ক'রে,
মুক্ত হ'লো শম্ভুরা দুভাই ;
'মা' শব্দের কত গুণ মা,
তাকি তুমি জান নাই।

৪১

নিরাশ্রয় কর্‌লি মা আমায়,
কাশী যাওয়া হ'ল দায়।
কাশী দিয়েছিল ফাঁসি,
কেটিচি গুরুর কৃপায়।
কাশী যাব, তোমায় পাব,
ভাবি গো মা সর্ব্বদায় ;

মনে জানি অন্নপূর্ণা,
দয়া করিবেন না আমায়।
যে দয়া ক'রেছ তারা,
ভুলিব না থাকিতে ধরায়;
বুঝিতে পারি ও শঙ্করী,
বঞ্চিত হলুম তব রাঙ্গা পায়।
ছিল মনে অভিপ্রায়,
শোবো মণিকর্ণিকায়;—
গুরু যদি সহায় থাকেন,
চরণ মিল্‌বে শেষ সময়।

৪২

'আমি' 'তুমি' শুধু শব্দ জানিলাম এত দিনের পরে,
কর্ম্মই 'আমি' 'তুমি' হ'য়ে বদ্ধ থাকে এ সংসারে;
আমি কর্ম্ম-কাণ্ড করি, আমি কর্ত্তা আছি ঘরে,
আমি গেলে এ সংসার রক্ষে হবে কেমন ক'রে।

এই অহংকারে ফেরে, যদি দয়া ক'র;
দীনবন্ধু ছেদন করেন নির্ব্বেদ স্বর্গ দ্বারে,
তবে মন ডাকিবে মা তোরে,
নতুবা গো ব্রহ্মময়ী রহিলাম নরক-দুস্তরে।

৪৩

শোন গো মা সুলোচনা,
কচ্চিস আবার কি কারখানা;
তোমায় কি মা আর পাব না,
কর্ম্ম দোষ দেখিয়ে তারা দিবি আর কত যাতনা,
এত ভোগ ভুগে তবু কর্ম্মের কি মা শেষ হ'ল না
তবে তোরে কি আর পাব না,
গুরু বাক্যই শিরোধার্য্য ভাবব শুধু তোর ভাবন
গুরুর কাছে এই প্রার্থনা,
যেন সঞ্চিতে বঞ্চিৎ করেন না,
সঞ্চিত ধন নিয়ে তারা কর্‌ব আমি তোর সাধনা

৪৪

আমি দোষী ব্রহ্মময়ী তাত জানি মনে মনে
দোষাপক্ষে গুরুরপি বলে মা গো সাধারণে ;
দোষাপক্ষে গুণরপি করে গো মা মহাজনে,
তোর চেয়ে মা মহৎ তারা কে আছে আর ত্রিভুবনে,
তাই আশা আছে মনে ক্ষমা করবি অন্নপূর্ণে,
দয়াময়ী নামের গুণে স্থান দিবি মা শ্রীচরণে।

৪৫

মন তুমি বল্লে শোন না, দেহের যত্ন আর ক'রো না,
চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ কেউ রে তোমার সঙ্গে যাবে না ;
ধর্ম্ম, পথের সঙ্গী হ'লে পথের ব্যাঘাত আর হবে না,
সত্য সাক্ষী দিলেরে মন ঘুচে যাবে সব যাতনা ;
ভবে আর আস্‌তে হবে না।

আমি ত মা আছিই দোষী,
তুমি যে গো রাজ-মহিষী,
কিসে আমি তোমায় তুষি,
মণিমুক্তা প্রবাল রত্নে পূজা করে রাজা-ঋষি,
ভক্তি-রত্নে বদ্ধ করেন যত দেব মুনি ঋষি,
তব তত্ত্ব জান্তে ওমা জীব হয়েচেন কাশীবাসী,
স্থাপন-পূজা কর্‌ব বলে গিয়েছিলাম বারাণসী,
সর্ব্বস্ব ধন ক'রে হরণ তাড়িয়ে দিলেন উমাশশী;
আর বল্‌বো না যাব কাশী,
পতিতপাবন মধুসূদন আছেন অসিতে বসি;
তাঁকেই ডাকি দিবানিশি,
যদি নিয়ে যান দয়া ক'রে তবেই আবার পাব কাশী।

৪৭

মনে যা হয় মা যখনি
নিবেদন করি তখনি,
তুমি ত মা রাজরাণী,
আমি যে গো অনাথিনী ;
শুন্‌বে না মা আমার বাণী,
তা ত আমি মনে জানি ;
তবে ডাকি ব্রহ্মময়ী—শুন মা সে কাহিনী !
তুমি যে মা শিবানী,
তোমায় ডেকে না যাইলে পরে
তাড়িয়ে দেবেন দণ্ডপাণি।

৪৮

বল গো মা সত্য ক'রে বল, আর কিসে থাকিবে বল,
দেহ হ'লো বিকল কিসে থাকিবে পরকাল ;
কেটে গেল মা ত্রিকাল, উপস্থিত রাত্র কাল,
কখন আসিবে কাল কালের নাইক কালাকাল
তুমি যদি কর সুকাল তবেই পাব শান্তি কাল

দেহ হল দুর্ব্বল এখন কি করি বল,
সত্য করে বল মা বল।

৪৯

ক'র না আর মাতৃ-সম্বোধন,
মা হ'য়ে দিলুম ইহ পরকাল বিসর্জ্জন।
বিশ্বনাথের কাছে সদা করি এই সাধন—
মা-ছাড়া হ'য়ে তোমরা সুখে কর কাল যাপন।
অন্নপূর্ণা মহাদেবী তোমাদের করবেন পালন।
বিশ্বনাথের কাছে তোমরা কর এই নিবেদন—
আনন্দ-কাননে যেন
না হয় আমার নিরানন্দ মন।
আমি করচি এই আকিঞ্চন,
রাধানাথের বৌমা হ'য়ে করি মনিকর্ণিকায় শয়ন,
মা ব'লে ডেক তখন শুনরে প্রাণাধিক ধন।

৫০

সকাল বেলায় ব্রহ্মময়ি! দুটো ক.া ব'লে রাখি;
মধ্যাহ্নে জঠরজ্বালায় তোমায় ডাক্‌তে পারিব কি?
উদর জঠর এই জ্বালাতে দগ্ধ সদা জান না কি?
সন্ধ্যা বেলা ওমা তারা মুদে যাবে দুটো আঁখি;
তখন ডাক্‌তে পারিব কি—
তাই নিবেদন ক'রে রাখি।
কাল এসে কণ্ঠে ব'সে খুলে দেবে খাঁচার পাখী;—
সে সময় দিও না ফাঁকি—
এই নিবেদন করে রাখি;
হরেকৃষ্ণ হরেরাম এই যেন বল্‌তে থাকি,
সত্য করে বল দেখি মা ভোগের আর কত বাকী—
তা হ'লে চুপ ক'রে থাকি,
করি না আর ডাকাডাকি।

সমাপ্ত।